শিশুদের বাল্য শিক্ষা

প্রথম ভাগ

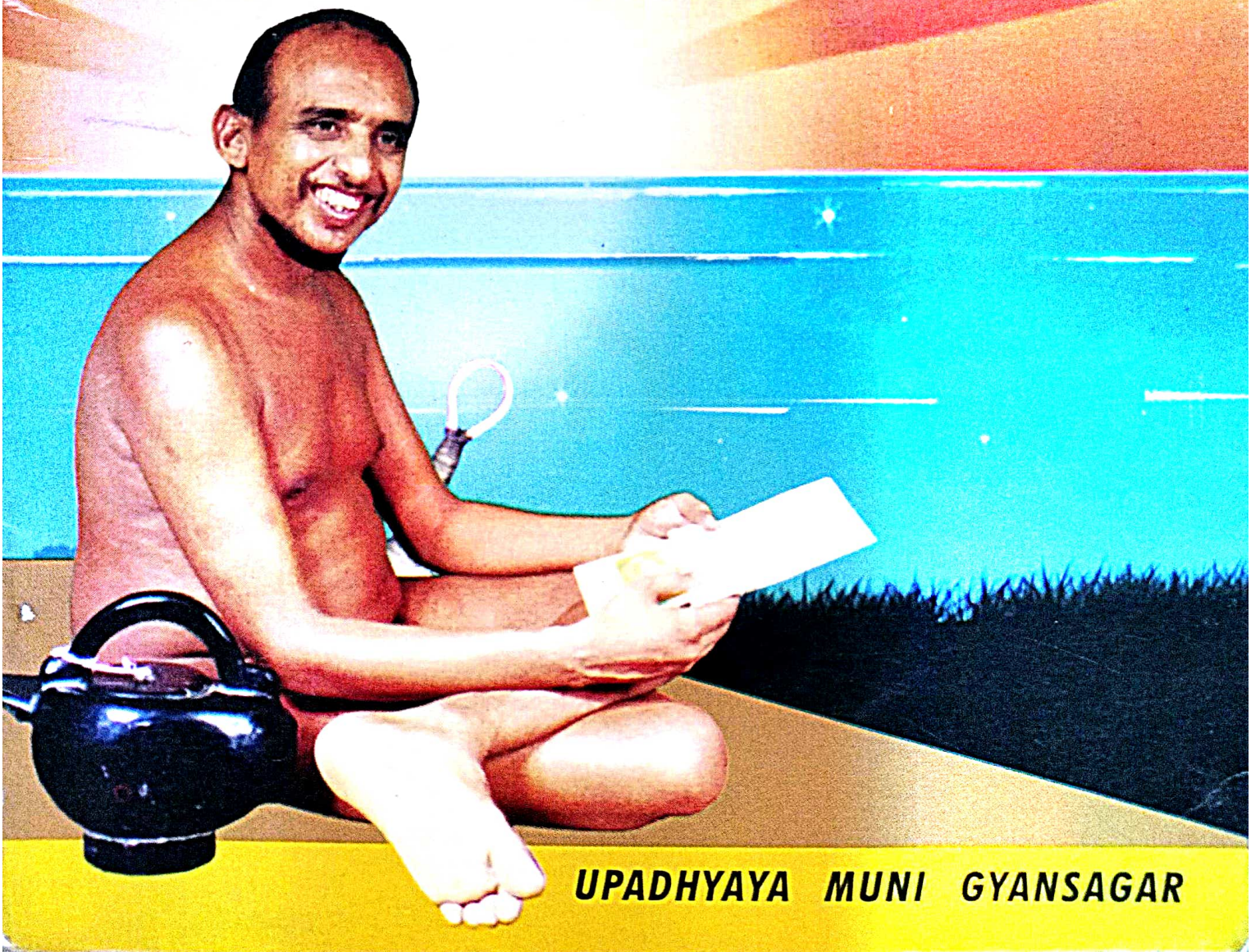

UPADHYAYA MUNI GYANSAGAR

।। শ্রী বীতরাগায় নমঃ ।।

শিশুদের বাল্য শিক্ষা

প্রথম ভাগ

অনুপ্রেরনায়

১০৮ শ্রী শ্রী জ্ঞান সাগরজী মহারাজ

লেখিকা

আর্যিকা শ্রী ১০৫ সয়াদয়াদমতী মাতাজী

বাংলা অনুবাদ

শ্রী সঞ্জয় কুমার মাজি (সরাক)

ভড়্যাবাঁধ (বাঁকুড়া)

Donor : Mr. Lakshmi Chand Jain, Delhi
In the sweet memory of
Late Smt Kiran Devi Jain

Edition : 2009, 5500 copies

ঃ- সূচিপত্র -ঃ

১।	পরমেষ্ঠী	১
২।	মঙ্গল	৪
৩।	তীর্থংকর	৫
৪।	জীব	৯
৫।	ইন্দ্রিয়	১১
৬।	গতি	১৩
৭।	পাপ	১৪
৮।	কষায়	১৫
৯।	নিরামীষ আহার কেন	১৬
১০।	আমীষ খাদ্য কেন নয়	১৭
১১।	বৈজ্ঞানিক এবং মহাপুরুষের মতামত	১৮
১২।	ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মাচার্যেরা কি বলেন	১৯
১৩।	জৈন ধর্ম কি	২০
১৪।	সরাকের সমক্ষে একটু কথা	২১

Published on the auspicious occasion of the mangal vihar of His Holiness, Sarakoddharak Pujya Upadhyaya Shri Gyan Sagar ji Maharaj for pilgrimage in the South India

(১)

পরমেষ্ঠী

প্রশ্ন ১ - ণমোকার মন্ত্র কাকে বলে ?

উত্তর - যে মন্ত্রে পঞ্চপরমেষ্ঠীকে প্রণাম করা হয় তাকে ণমোকার মন্ত্র বলে। ইহার ৩৫টি অক্ষর, ৫টি পদ ও ৫৮টি মাত্রা আছে।

প্রশ্ন ২ - ণমোকার মন্ত্র কি ?

উত্তর - ণমো অরহন্তাণম্, ণমো সিদ্ধাণম্, ণমো আইরিয়াণম্, ণমো উবঝায়াণম্, ণমো লোয়ে সব্বসাহুণম্।

প্রশ্ন ৩ - এই মন্ত্রের মাহাত্য কি ?

উত্তর - এই পঞ্চনমস্কার মন্ত্র সব পাপকে নষ্ট করে এবং সবমঙ্গলের প্রথম মঙ্গল হয়।

প্রশ্ন ৪ - পরমেষ্ঠী কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি পরমপদে স্থিত আছেন তাকে পরমেষ্ঠী বলে।

প্রশ্ন ৫ - পরমেষ্ঠী কয়টি ?

উত্তর - পরমেষ্ঠী ৫টি। যথা -
(১) অরহন্ত (২) সিদ্ধ (৩) আচার্য (৪) উপাধ্যায় (৫) সাধু।

প্রশ্ন ৬ - অরহন্ত পরমেষ্ঠী কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি বীতরাগ, সর্বজ্ঞ, হিতোপদেশী এবং যার চার ঘাতিয়াকর্ম নষ্ট হয়ে গেছে তাকে অরহন্ত পরমেষ্ঠী বলে।

প্রশ্ন ৭ - অরহন্ত পরমেষ্ঠীর মূলগুণ কয়টি ?

উত্তর - অরহন্ত পরমেষ্ঠীর মূলগুণ ৪৬ টি।

প্রশ্ন ৮ - সিদ্ধ পরমেষ্ঠী কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভ করেছেন এবং আট কর্ম থেকে বিরত আছেন তাকে সিদ্ধ পরমেষ্ঠী বলে।

প্রশ্ন ৯ - সিদ্ধ পরমেষ্ঠী কোথায় থাকেন ?

উত্তর - সিদ্ধ পরমেষ্ঠী ৩ লোকের অগ্র ভাগে থাকেন।

প্রশ্ন ১০ - সিদ্ধ পরমেষ্ঠীর মূলগুণ কয়টি ?

উত্তর - সিদ্ধ পরমেষ্ঠীর মূলগুণ ৮ টি।

প্রশ্ন ১১ - আচার্য পরমেষ্ঠী কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি শিক্ষা দীক্ষা ও সদুপদেশ দেন তাকে আচার্য পরমেষ্ঠী বলে।

প্রশ্ন ১২ - আচার্য পরমেষ্ঠীর মূলগুণ কয়টি ?

উত্তর - আচার্য পরমেষ্ঠীর মূলগুণ ৩৬ টি।

প্রশ্ন ১৩ - উপাধ্যায় পরমেষ্ঠী কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি নিজে পড়েন এবং শিষ্যকে পড়ান উনাকে উপাধ্যায় পরমেষ্ঠী বলে।

প্রশ্ন ১৪ - উপাধ্যায় পরমেষ্ঠীর মূলগুণ কয়টি ?

উত্তর - উপাধ্যায় পরমেষ্ঠীর মূলগুণ ২৫ টি।

প্রশ্ন ১৫ - সাধু পরমেষ্ঠী কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি বিষয়-বাসনা, আরম্ভ-পরিগ্রহ থেকে বিরত থাকেন এবং ধ্যান, জ্ঞানে লীন থাকেন তাকে সাধু পরমেষ্ঠী বলে।

প্রশ্ন ১৬ - সাধু পরমেষ্ঠীর মূলগুন কয়টি ?

উত্তর - সাধু পরমেষ্ঠীর মূলগুন ২৮ টি।

প্রশ্ন ১৭ - আমিও কি পরমেষ্ঠী হতে পারি ?

উত্তর - হ্যাঁ, উনার সমান মহান কাজ করলে পরমেষ্ঠী হওয়া যায়।

প্রশ্ন ১৮ - পঞ্চ পরমেষ্ঠীর মধ্যে আমাদের মত আহার করেন কে কে ?

উত্তর - আচার্য, উপাধ্যায় ও সাধু পরমেষ্ঠী আমাদের মত আহার করেন

প্রশ্ন ১৯ - আহার কিভাবে করেন ?

উত্তর - সাধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দিনে একবার, হাতে করে শুদ্ধ আহার করেন ?

প্রশ্ন ২০ - সাধুদের হাতে পয়সা থাকে না, তাহলে চুল বাড়লে তারা কি করেন ?

উত্তর - চুল বাড়লে মুনিরা (আচার্য, উপাধ্যায়, সাধু) নিজহাতে মাথার চুল উপড়িয়ে দেন, দাড়ি, গোঁফ ছিঁড়ে ফেলেন। এই প্রক্রিয়াকে কেশলোঞ্চ বলে।

মঙ্গল

প্রশ্ন ২১ - লোকের মঙ্গল কয়টি ?

উত্তর - লোকের মঙ্গল চারটি।

প্রশ্ন ২২ - কোন কোন মঙ্গল ?

উত্তর - (১) অরহন্ত (২) সিদ্ধ (৩) সাধু এবং (৪) কেবলী প্রণীত ধর্ম।

প্রশ্ন ২৩ - লোকের উত্তম কয়টি ও কি কি ?

উত্তর - লোকের উত্তম চারটি। যথা - (১) অরহন্ত (২) সিদ্ধ (৩) সাধু এবং (৪) কেবলী প্রণীত ধর্ম।

প্রশ্ন ২৪ - লোকের শরণ কটি ও কি কি ?

উত্তর - লোকের শরণ ৪টি। যথা - (১) অরহন্ত (২) সিদ্ধ (৩) সাধু এবং (৪) কেবলী প্রণীত ধর্ম।

প্রশ্ন ২৫ - মাতা পিতা শরণ নাই কি ?

উত্তর - মাতা পিতা শরণ নাই। মাতা-পিতা ও সারা পরিবার স্বার্থের সাথী।

তীর্থংকর

প্রশ্ন ২৬ - তীর্থংকর কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি তীর্থের উপদেশ দেন, পরিসঞ্চারন করেন এবং যাঁহার পঞ্চকল্যানক হয় তাকে তীর্থংকর বলে।

প্রশ্ন ২৭ - তীর্থংকর কয়জন ?

উত্তর - তীর্থংকর ২৪ জন।

প্রশ্ন ২৮ - ভগবান কতজন আছেন ?

উত্তর - ভগবান অসংখ্য আছেন।

প্রশ্ন ২৯-৩০ - বর্তমানকালের তীর্থংকরদের নাম, জন্মস্থান ও চিহ্ন কি কি ?

উত্তর -

	নাম	জন্মস্থান	চিহ্ন
১।	ঋষভনাথ(আদিনাথ)	অযোধ্যা	বলদ
২।	অজিতনাথ	অযোধ্যা	হাতী
৩।	সম্ভবনাথ	শ্রাবস্তী	ঘোড়া
৪।	অভিনন্দননাথ	অযোধ্যা	বানর
৫।	সুমতিনাথ	অযোধ্যা	চকবা বা চাতক পাখী
৬।	পদ্মপ্রভু ভগবান	কৌশাম্বী	লাল কমল
৭।	সুপার্শ্বনাথ	বেনারস	স্বস্তিক
৮।	চন্দ্রপ্রভু	চন্দ্রপুরী	চন্দ্রমা
৯।	পুষ্পদন্ত (সুবিধিনাথ)	কাকন্দী	কুমীর
১০।	শীতলনাথ	ভদ্দলপুর	কল্পবৃক্ষ
১১।	শ্রেয়াংসনাথ	সিংহপুরী	গন্ডার
১২।	বাসুপূজ্য	চম্পাপুরী	মহিষ
১৩।	বিমলনাথ	কম্পিলা	শূকর
১৪।	অনন্তনাথ	অযোধ্যা	সেহী
১৫।	ধর্মনাথ	রত্নপুরী	বজ্রদন্ড
১৬।	শান্তিনাথ	হস্তিনাপুর	হরিণ

১৭।	কুন্থনাথ	হস্তিনাপুর	ছাগল
১৮।	অরহনাথ	হস্তিনাপুর	মাছ
১৯।	মল্লিনাথ	মিথিলা	কলস
২০।	মুনিসুব্রতনাথ	রাজগৃহী	কচ্ছপ
২১।	নমিনাথ	মিথিলা	নীল কমল
২২।	নেমিনাথ	সৌরীপুর	শঙ্খ
২৩।	পার্শ্বনাথ	বেনারস	সর্প
২৪।	বর্ধমান (মহাবীর)	কুন্ডলপুর	সিংহ

প্রশ্ন ৩১ - তীর্থংকরদের চিহ্ন কি জন্য ব্যবহার করা হয় ?

উত্তর - তীর্থংকরদের চেনার জন্য।

প্রশ্ন ৩২ - ২৪ জন তীর্থংকর কোথায় কোথায় মুক্তিলাভ করেছেন।

উত্তর -

শ্রী আদিনাথজী	-	কৈলাস পর্বতে
শ্রী বাসুপূজ্যজী	-	চম্পাপুরী
শ্রী নেমিনাথজী	-	গিরনার পবর্ত
শ্রী মহাবীরজী	-	পাবাপুরী
শেষ ২০ জন তীর্থংকর	-	সম্মেদ শিখর সিদ্ধক্ষেত্র

প্রশ্ন ৩৩ - কোন কোন তীর্থংকরের বেশী নাম আছে ?

উত্তর - বেশী নাম আছে তিনজন তীর্থংকরের। যথা -
(১) আদিনাথজী (২) পুষ্পদন্তজী (৩) মহাবীরজী।

প্রশ্ন ৩৪ - আদিনাথ ও পুষ্পদন্তের কয়টি করে এবং কি কি নাম ?

উত্তর - আদিনাথের দুটি নাম। যথা (১) আদিনাথজী (২) ঋষভনাথজী

পুষ্পদন্তের দুটি নাম। যথা (১) পুষ্প দন্ত (২) সুবিধিনাথ

প্রশ্ন ৩৫ - মহাবীর ভগবানের কয়টি ও কিকি নাম ?

উত্তর - মহাবীর ভগবানের পাঁচটি নাম। যথা (১) বীর (২) বর্ধমান (৩) অতিবীর (৪) সন্মতি ও (৫) মহাবীর।

প্রশ্ন ৩৬ - ২৪ জন ভগবানের গায়ের রঙ কিকি ?

উত্তর - চন্দ্রপ্রভূ, পুষ্পদন্ত - সাদা
মুনিসুব্রত, নেমিনাথ - কৃষ্ণবর্ণ
পদ্মপ্রভু, বাসুপূজ্য - লাল
সুপার্শ্বনাথ, পার্শ্বনাথ - সবুজ
বাকী ষোলজনের - পীত বা সোনার মত।

প্রশ্ন ৩৭ - এখন কোন তীর্থংকরের তীর্থ চলছে ?

উত্তর - এখন ২৪তম তীর্থংকর মহাবীরের তীর্থ চলছে।

প্রশ্ন ৩৮ - ভগবান মহাবীরের মাতা-পিতার নাম কি ?

উত্তর - ভগবান মহাবীরের মাতার নাম ত্রিশলা, পিতা সিদ্ধার্থ।

প্রশ্ন ৩৯ - মহাবীরের জন্ম কখন ?

উত্তর - চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি সোমবারে মহাবীরের জন্ম।

প্রশ্ন ৪০ - মহাবীর কখন মোক্ষলাভ করেন ?

উত্তর - কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপাবলীর দিনে।

প্রশ্ন ৪১ - মহাবীর ভগবান কি বিয়ে করেছিলেন ?

উত্তর - না, মহাবীর ভগবান বাল্য ব্রহ্মচারী।

প্রশ্ন ৪২ - বাল্য ব্রহ্মচারী তীর্থংকর কয়জন এবং কেকে ?

উত্তর - বাল্য ব্রহ্মচারী তীর্থংকর ৫ জন। যথা - (১) বাসুপূজ্য (২) মল্লিনাথ (৩) নেমিনাথ (৪) পার্শ্বনাথ (৫) বর্ধমান।

প্রশ্ন ৪৩ - তিনপদধারী তীর্থংকর কেকে এবং কয়জন ?

উত্তর - তিনপদধারী তীর্থংকর তিনজন। যথা - (১) শান্তিনাথ (২) কুন্থনাথ (৩) অরহনাথ।

প্রশ্ন ৪৪ - তিনপদ কি কি ?

উত্তর - তিন পদ হল তীর্থংকর, চক্রবর্তী, কামদেব।

প্রশ্ন ৪৫ - অতীতের ২৪ জন তীর্থংকর কে কে ?

উত্তর - অতীতের ২৪ জন তীর্থংকর হলেন -

(১) শ্রী নির্বানজী
(২) শ্রী সাগরজী
(৩) শ্রী মহাসাধুজী
(৪) শ্রী বিমলপ্রভুজী
(৫) শ্রী ধরজী
(৬) শ্রী সুদত্তজী
(৭) শ্রী অমলপ্রভুজী
(৮) শ্রী উদারজী
(৯) শ্রী অঙ্গিরজী
(১০) শ্রী সন্মতিজী
(১১) শ্রী সিন্ধুজী
(১২) শ্রী কুসুমাঞ্জলিজী
(১৩) শ্রী শিবগণজী
(১৪) শ্রী উৎসাহজী
(১৫) শ্রী জ্ঞানেশ্বরজী
(১৬) শ্রী পরমেশ্বরজী
(১৭) শ্রী বিমলেশ্বরজী
(১৮) শ্রী যশোধরজী
(১৯) শ্রী কৃষ্ণমতিজী
(২০) শ্রী জ্ঞানমতিজী
(২১) শ্রী শুদ্ধমতিজী
(২২) শ্রী ভদ্রজী
(২৩) শ্রী অতিক্রান্তজী
(২৪) শ্রী শান্তাজী

প্রশ্ন ৪৬ - ভবিষ্যত ২৪ জন তীর্থংকরের নাম বল ?

উত্তর - ভবিষ্যত ২৪ জন তীর্থংকর হলেন -

(১) শ্রী মহাপদ্মজী
(২) শ্রী সুরদেরজী
(৩) শ্রী সুপার্শ্বজী
(৪) শ্রী স্বয়ংপ্রভুজী
(৫) শ্রী সর্বাত্মভূতজী
(৬) শ্রী দেবপুত্রজী
(৭) শ্রী কুলপুত্রজী
(৮) শ্রী উদঙ্কজী
(৯) শ্রী প্রোষ্ঠিলজী
(১০) শ্রী জয়কীর্তিজী
(১১) শ্রী মুনিসুব্রতজী
(১২) শ্রী অরজী
(১৩) শ্রী নিষপাপজী
(১৪) শ্রী নিষ্কষায়জী
(১৫) শ্রী বিপুলজী
(১৬) শ্রী নির্মলজী
(১৭) শ্রী চিত্রগুপ্তজী
(১৮) শ্রী সমাধিগুপ্তজী
(১৯) শ্রী স্বয়ংভুজী
(২০) শ্রী অনিবৃত্তি কজী
(২১) শ্রী জয়জী
(২২) শ্রী বিমলজী
(২৩) শ্রী দেবপালজী
(২৪) শ্রী অনন্তবীর্যজী

প্রশ্ন ৪৭ - তীর্থংকর কিভাবে হওয়া যায় ? আমিও কি তীর্থংকর হতে পারি ?

উত্তর - যিনি সকলজীবের মঙ্গল চান তিনি তীর্থংকর হতে পারেন ? হ্যাঁ, আমিও তীর্থংকর হতে পারি।

জীব

প্রশ্ন ৪৮ - দ্রব্য কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তর - দ্রব্য দুই প্রকার। যথা - ১) জীব দ্রব্য ২) অজীব দ্রব্য

প্রশ্ন ৪৯ - জীব দ্রব্য কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি জানেন ও দেখেন তাকে জীব দ্রব্য বলে ?

প্রশ্ন ৫০ - তুমি কি ?

উত্তর - আমি জীব দ্রব্য।

প্রশ্ন ৫১ - কিভাবে ?

উত্তর - আমি জানি ও দেখি তাই আমি জীবদ্রব্য।

প্রশ্ন ৫২ - জীবের ভেদ কয় প্রকার ?

উত্তর - জীবের ভেদ দুই প্রকার।

প্রশ্ন ৫৩ - জীবের ভেদ কি কি ?

উত্তর - জীবের ভেদ দুই প্রকার। যথা ১) সংসারী ও ২) মুক্ত।

প্রশ্ন ৫৪ - সংসারী জীব কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি সংসারে থেকে জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন তাকে সংসারী জীব বলে ? যেমন - মানুষ।

প্রশ্ন ৫৫ - মুক্ত জীব কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি সংসারের জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভ করেছেন তাঁকে মুক্ত জীব বা ত্যাগী জীব বলে।

প্রশ্ন ৫৬ - সংসারী জীব কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তর - সংসারী জীব দুই প্রকার। যথা স্থাবর ও ত্রসবা অস্থাবর।

প্রশ্ন ৫৭ - স্থাবর জীব কাকে বলে ?

উত্তর - যার স্থাবর নাম করণের পূর্বে এক ইন্দ্রিয় নাম ধারন করে তাকে স্থাবর জীব বলে। যেমন - এক ইন্দ্রিয় গাছপালা।

প্রশ্ন ৫৮ - স্থাবর জীব কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তর - স্থাবর জীর পাঁচ প্রকার। যতা ১) পৃথিবী কায়িক ২) জল কায়িক ৩) অগ্নি কায়িক ৪) বায়ু কায়িক ৫) বনস্পতি কায়িক।

প্রশ্ন ৫৯ - পৃথিবী কায়িক কাকে বলে ?

উত্তর - পৃথিবীই যার শরীর তাকে পৃথিবী কায়িক বলে। যেমন - সোনা, চাঁদী, হীরা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৬০ - জল কায়িক জীব কাকে বলে ?

উত্তর - জলই যার শরীর তাকে জল কায়িক বলে। যেমন - বরফ।

প্রশ্ন ৬১ অগ্নি কায়িক কাকে বলে ?

উত্তর - অগ্নিই যার শরীর তাকে অগ্নি কায়িক বলে। যেমন - কয়লার আগুন।

প্রশ্ন ৬২ - বায়ু কায়িক কাকে বলে ?

উত্তর - বাতাসই যার শরীর তাকে বায়ু কায়িক বলে। যেমন - পাখার বাতাস।

প্রশ্ন ৬৩ - বনস্পতি কায়িক কাকে বলে ?

উত্তর - বনস্পতিই যার শরীর তাকে বনস্পতি কায়িক বলে। যেমন - আম, কলা ইত্যাদি গাছপালা।

প্রশ্ন ৬৪ - এস জীব কাকে বলে ?

উত্তর - এস নামকরনের উদয়ে দুই ইন্দ্রিয়, তিন ইন্দ্রিয়, চার ইন্দ্রিয় ও পাঁচ ইন্দ্রিয় জীব ধারন করে তাকে এস জীব বলে।

প্রশ্ন ৬৫ - পঞ্চেন্দ্রিয় জীব কয় প্রকার ও কিকি ?

উত্তর - পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের ভেদ দুই প্রকার। যথা ১) সৈনী ও অসৈনী।

প্রশ্ন ৬৬ - সৈনী জীব কাকে বলে ?

উত্তর - যার মন আছে তাকে সৈনী জীব বলে। যেমন - মানুষ।

প্রশ্ন ৬৭ - অসৈনী জীব কাকে বলে ?

উত্তর - যার মন নাই তাকে অসৈনী জীব বলে। যেমন - গরু।

ইন্দ্রিয়

প্রশ্ন ৬৮ - ইন্দ্রিয় কাকে বলে ?

উত্তর - যার দ্বারা জীবকে চেনা যায় তাকে ইন্দ্রিয় বলে।

প্রশ্ন ৬৯ - ইন্দ্রিয় কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তর - ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। যথা - ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ।

প্রশ্ন ৭০ - স্পর্শেন্দ্রিয় কাকে বলে ?

উত্তর - যার দ্বারা স্পর্শ করে পদার্থ সম্পর্কে জানা যায় তাকে স্পর্শেন্দ্রিয় বলে। যেমন - শীত, উষ্ণ, নরম, শক্ত।

প্রশ্ন ৭১ - রসনা ইন্দ্রিয় কাকে বলে ?

উত্তর - যার দ্বারা মিষ্টি, তিতা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা যায় তাকে রসনা ইন্দ্রিয় বলে।

প্রশ্ন ৭২ - ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় কাকে বলে ?

উত্তর - যার দ্বারা গন্ধ বোঝা যায় তাকে ঘ্রানেন্দ্রিয় বলে। যেমন - দুঃগন্ধ, সুগন্ধ।

প্রশ্ন ৭৩ - চক্ষু ইন্দ্রিয় কাকে বলে ?

উত্তর - যার দ্বারা কোন কিছু দেখা যায় তাকে চক্ষু ইন্দ্রিয় বলে। যেমন - লাল, নীল, হলুদ।

প্রশ্ন ৭৪ - কর্ণ ইন্দ্রিয় কাকে বলে ?

উত্তর - যার দ্বারা কোন শব্দ শোনা যায় তাকে কর্ণ ইন্দ্রিয় বলে। যেমন - সা, রে, গা, মা।

প্রশ্ন ৭৫ - কোন জীবের কয়টি ইন্দ্রিয় ?

উত্তর - গাছের এক ইন্দ্রিয়, দুই ইন্দ্রিয় কেঁচোর, তিন ইন্দ্রিয় পিঁপড়ার, চার ইন্দ্রিয় ভ্রমর এবং পাঁচ ইন্দ্রিয় মানুষ, গরু ইত্যাদির।

প্রশ্ন ৭৬ - মন কোন ইন্দ্রিয় ?

উত্তর - মনের কোন নিশ্চিত স্থান নেই। তাই ইহার কোন ইন্দ্রিয় নাই।

প্রশ্ন ৭৭ - পাঁচ ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্ত জীব কি কি ?

উত্তর - স্পর্শেন্দ্রিয়র প্রতি আকৃষ্ট হয় হাতী, জীভ ইন্দ্রিয়ের প্রতি মাছ, ঘ্রানেন্দ্রিয়র প্রতি ভ্রমর, চক্ষু ইন্দ্রিয়র প্রতি কীট পতঙ্গ এবং কর্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রতি হরিণ।

প্রশ্ন ৭৮ - তোমার কয়টি ইন্দ্রিয় আছে ?

উত্তর - আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে।

গতি

প্রশ্ন ৭৯ - গতি কাকে বলে ?

উত্তর - গতি নামকরনের উদয়ে ত্রির্যঞ্চ, দেব, মনুষ্য, নরকগতি ইত্যাদিতে জন্ম গ্রহণ করাকে গতি বলে।

প্রশ্ন ৮০ - গতি কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তর - গতি চার প্রকার। যথা ১) নরক গতি ২) ত্রির্যঞ্চ গতি ৩ মনুষ্য গতি ৪) দেবগতি।

প্রশ্ন ৮১ - তোমার কোন গতি ?

উত্তর - আমার মনুষ্যগতি।

প্রশ্ন ৮২ - কোন গতি সবচেয়ে ভাল ?

উত্তর - মনুষ্য গতি সবচেয়ে ভাল।

প্রশ্ন ৮৩ - মোক্ষলাভ করা যায় কোন গতি থেকে ?

উত্তর - মনুষ্য গতি থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।

পাপ

প্রশ্ন ৮৪ - পাপ কাকে বলে ?

উত্তর - দুষ্কর্ম করাকে পাপ বলে।

প্রশ্ন ৮৫ - পাপ কয় প্রকার ও কিকি ?

উত্তর - পাপ পাঁচ প্রকার। যথা - ১) হিংসা ২) মিথ্যা ৩) চুরি ৪) ব্যভিচার ৫) পরিগ্রহ।

প্রশ্ন ৮৬ - হিংসা পাপ কাকে বলে ?

উত্তর - কোন জীবকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া, মারা, খারাপ কথা বলা ইত্যাদিকে হিংসা পাপ বলে। যেমন - মশা কামড়ালে তাকে মেরে দেওয়া কে হিংসা পাপ বলে।

প্রশ্ন ৮৭ - মিথ্যা কাকে বলে ?

উত্তর - সত্য কথা গোপন করাকে মিথ্যা বলে। যেমন - ঘরের টাকা নিয়ে না বলাকে মিথ্যা বলে।

প্রশ্ন ৮৮ - চুরি কাকে বলে ?

উত্তর - পরের জিনিষ না বলে নেওয়াকে চুরি করা বলে।

প্রশ্ন ৮৯ - ব্যভিচার কাকে বলে ?

উত্তর - অপরের মা-বোনকে কু-দৃষ্টিতে দেখাকে ব্যভিচার বলে।

প্রশ্ন ৯০ - পরিগ্রহ পাপ কাকে বলে ?

উত্তর - প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু সঞ্চিত করার নাম পরিগ্রহ পাপ।

প্রশ্ন ৯১ - পাপের ফল কি ?

উত্তর - পাপের ফল নরকগতিতে জন্মলাভ ও কষ্ট ভোগ।

প্রশ্ন ৯২ - পাঁচ পাপের প্রসিদ্ধ কে কে ?

উত্তর - হিংসা পাপে প্রসিদ্ধ ধনশ্রী, মিথ্যা পাপে প্রসিদ্ধ সত্যঘোষ, চুরি পাপে প্রসিদ্ধ তাপস, ব্যভিচার পাপে প্রসিদ্ধ কতোয়াল, এবং পরিগ্রহ পাপে প্রসিদ্ধ শ্মশ্রু ব্রাহ্মন।

কষায়

প্রশ্ন ৯৩ - কষায় কাকে বলে ?

উত্তর - যিনি আত্মাকে কষেন অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট দেন তাকে কষায় বলে।

প্রশ্ন ৯৪ - কষায় কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তর - কষায় চার প্রকার। যথা - ১) ক্রোধ ২) মান ৩) মায়া ৪) লোভ।

প্রশ্ন ৯৫ - ক্রোধ কাকে বলে ?

উত্তর - রাগ করাকে ক্রোধ বলে।

প্রশ্ন ৯৬ - মান কাকে বলে ?

উত্তর - অহংকার, অভিমান করাকে মান বলে।

প্রশ্ন ৯৭ - মায়া কাকে বলে ?

উত্তর - ছল-কপটতাকে মায়া বলে ?

প্রশ্ন ৯৮ - লোভ কাকে বলে ?

উত্তর - লালসাকে লোভ বলে।

প্রশ্ন ৯৯ - ইহাদের মধ্যে কোন কষায় ভাল ? তোমার কোন কষায় আছে ?

উত্তর - কোন কষায় ভাল নয়। আমার সব কষায় আছে।

প্রশ্ন ১০০ - অরহন্ত ও সিদ্ধ ভগবানের কয়টি কষায় আছে।

উত্তর - কোন কষায় নাই।

প্রশ্ন ১০১ - যাঁর কষায় আছে তিনি কি ভাগবান ?

উত্তর - যাঁর কষায় আছে তিনি ভগবান নন।

(৯)

নিরামীষ আহার কেন ?

* নিরামীষ আহার প্রাকৃতিক আহার। স্বভাব বশতঃ মানুষ নিরামীষ ভোজী।
* নিরামীষ খাদ্যবস্তু বেশী পাওয়া যায়।
* নিরামীষ খাবার সস্তা এবং পুষ্টিকর হয়।
* নিরামীষ খাবার খেলে মন শান্ত এহং প্রসন্ন থাকে।
* নিরামীষ খাবার খেলে ব্যবহার সুন্দর হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে।
* নিরামীষ খাবারে পরিবেশ ভালো থাকে।
* নিরামীষ খাবারের নিয়ম পৃথিবী থেকে হিংসা দুর করার এক জোরালো অভিমত বা পদক্ষেপ।
* নিরামীষ খাবার আমাদের পক্ষে নিরাপদ, শরীর সুস্থ রাখে এবং এই খাবার তৃপ্তিদায়ক।
* নিরামীষ আহার উত্তম স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের জন্য নৈতিক এবং ধার্মিক দুদিক থেকেই সঠিক।
* নিরামীষ খাবার শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং দৈহিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
* নিরামীষ আহারে মানুষ দীর্ঘ ও সরল জীবন ব্যাতীত করতে পারে, যা আমীষ খাদ্যে সম্ভব নয়।
* নিরামীষ আহার সত্বিক, এবং মানবগুন বিকাশ করে।
* নিরামীষ আহার এবং অহিংসা দুটি শব্দের একই রূপ।
* নিরামীষ আহার ছাড়া অহিংসা সমাজ কল্পনা করা যায় না।
* নিরামীষ আহার পৃথিবীতে খাদ্য সমস্যার সবচাইতে মূল্যবান সমাধান।

আমীষ খাদ্য কেন নয় ?

- আমীষ খাদ্য মানব জাতীর কলঙ্ক।
- আমীষ খাদ্য রোগের জন্ম দেয়।
- এমন অনেক রোগ আছে যা আমীষ খাদ্য খেলে হয়, যার সুলভ চিকিৎসাও নাই। যেমন :- মির্গী, হৃদয় রোগ, কীডনির অসুখ, ক্যানসার, ব্লাডপ্রেসার, পাথরী ইত্যাদি।
- আমীষ খাদ্য নৈতিক এবং আদ্যাত্মিক পতনের কারন।
- আমীষ খাদ্য তামসী বৃত্তির জন্ম দেয়।
- আমীষ খাদ্য থেকে ভূ-ক্ষরণ, জঙ্গল নষ্ঠ ও জল প্রদূষন নষ্ট হয়।
- আমীষ খাদ্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কম করে।
- আমীষ খাদ্য থেকে পর্যাবরন সন্তুলন খারাপ হয়।
- আমীষ খাদ্য ধর্ম বিরুদ্ধ প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্ত্তক এবং মহাপুরুষ একথা বলেছেন।
- আমীষ খাদ্য মানুষকে নিষ্ঠুর, নির্দয় এবং হিংস্র বানায়।
- আমীষ খাদ্য খরচা সাপেক্ষ, একজন মাসাহারির খাদ্যের মূল্য ৭ জন এর নিরামীষ খাদ্যের মূল্যের সমান।
- আমীষ খাদ্য পাচনতন্ত্রের উপর জোর বেশী দেয় - সেই কারনে পাচনতন্ত্র কমজোর হয়ে যায়।
- আমীষ খাদ্য থেকে পাচন ক্রিয়া ধীর, খন্ডিত, দুঃগন্ধ যুক্ত হয়।
- আমীষ খাদ্য যদি মানুষের খাদ্য হোতো তাহলে মাংসাসী জানোয়ারের মতোন মানুষের দাঁত এবং নখ তিক্ষ্ণ হতো, সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভাবেই মানুষ নিরামীশ ভোজী।

বৈজ্ঞানিক এবং মহাপুরুষের মতামত

- নিরামীষ খাদ্য আমাদের শরীরের উপর গভীর প্রভাব ফেলে, যদি দুনিয়ার সবাই নিরামীষভোজী হতো তবে মানুষের ভাগ্য পাল্টে যেতে পারে।

— বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন

- মাংসে কোলোস্টোরেল অনেক বেশী থাকে, সেইজন্য হৃদয় রোগ, চর্মরোগ, পাথরী, ইত্যাদি উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু নিরামীষ আহারে কোলোস্টোরেল থাকে না।

— ডাঃ মাইকেল ব্রাউন (নোবেল পুঃ বিজেতা)

- আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে বনস্পতির উপর নির্ভর করতে হবে।

— ন্যাশানাল এ্যাকাডেমি অফ সায়ন্স আমেরিকা

- মাংস আহার করে নিজের পেটকে কবরস্থান বানাবেন না।

— জর্জ বার্নাড শ

- শ্রেষ্ঠ মানুষদের মাংস দেখাই উচিৎ নয় খাওয়া তো দুরের কথা।

— স্বামী দয়ানন্দ

- আমরা ভারতবাসী মৃত্যু পছন্দ করব কিন্তু মাংস, ডিম, মদিরা পছন্দ করবো না।

— মহাত্মা গান্ধী

- আমি কসাইখানাকে একান্তই পছন্দ করিনা।

— পন্ডিত নেহেরু

- আমি শাকাহারের পক্ষে, প্রাচীন জৈন ধর্মের মাংসাহার বর্জনের প্রথা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধার। চিকিৎসা বিজ্ঞানিরা আবিস্কার করেছেন মাংসাহারের জন্য অনেক রকম অসুখ হয়। আজ প্রতিদিন উন্নত দেশের লোকেরাও সু-স্বাস্থ্যের জন্য মাংসাহার ত্যাগ করছে। খুবই ভাল হয় যদি আমরাও প্রানীহত্যা এবং মাংসাহার থেকে বিরত হই।

— রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা

(শ্রবনবেলগোলাতে মহামস্তকাভিষেক মহোৎসবের উৎঘাটন অবসরে ২-১২-৯৩ এর ভাষনের অংশ।)

ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মাচার্যেরা কি বলেন ?

- বাঁচো এবং বাঁচতে দাও
- কোন প্রানীর সাথে এমন ব্যবহার কোরো না যা তুমি নিজের সাথে করলে অপছন্দ কর।

— ভগবান মহাবীর

- কোন প্রানীকে বধ কোরো না।

— বেদ ধর্মপোদেশ

- প্রানীহত্যার পরামর্শদাতা, মাংস বিক্রেতা, পাচক এবং খাদক এরা সবাই পাপী।

— মনুস্মৃতী (৫-৪৫)

- যারা কাঁচা বা পাকা মাংস খায়, গর্ভহত্যা করে তাদের সর্ব্বনাশ হবে।

— অথর্ব বেদ(৮-৬-২৩)

- যে সমস্ত লোক অন্যের মাংস আহার করে নিজের মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তাদের মতোন নির্দয় সংসারে আর কেউ নয়।

— মহাভারত (১১৬)

- আল্লা খুন আর মাংস পছন্দ করেন না। তোমাদের কুরবানীর মাংস আর খানের মাংস আল্লাতালহার কোন সম্পর্ক নেই।

— পবিত্র কোরান শরীফ

- বিশ্বের প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া কর, কারন পরম ঈশ্বর তোমার প্রতিও অনেক দয়া দেখিয়েছেন।

— পবিত্র গ্রন্থ হদিশ

- তুমি সর্ব্বদা আমার কাছে একটি পবিত্র আত্মা হিসাবে থাকবে যদি তুমি মাংসাহারি না হও।

— বাইবেল

- যে মানুষ মাংস খায়, মদপান করে, রাত্রে আহার করে মূলজাতীয় সবজী ভক্ষন করে তার জপতপ, তীর্থযাত্রা সমস্ত ব্যর্থ হয়।

— মহাভারত

- পরের উপকার করার মতোন ধর্ম নাই।
  পরকে ব্যাথা দেবার মতোন অধর্মও নাই।

— রামচরিত মানস

(১৩)

জৈন ধর্ম কি

১. হিংসা, মিথ্যা, চুরি, কুশীল (ব্যাভীচার), পরিগ্রহ, পাঁচ প্রকার পাপ এর থেকে দুরে থাকা উচিৎ।

২. ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ এরা চার প্রকার কষায় এদের পরিত্যাগ করা উচিৎ।

৩. জুয়া খেলা, মাংস/ডিম খাওয়া, শিকার করা, চুরি করা, মদ খাওয়া, বেশ্যা বা অন্যের স্ত্রীএর সাথে ব্যাভীচার করা, এরা সাত প্রকার ব্যসন এদের ত্যাগ করা উচিৎ।

৪. মাদক দ্রব্য, অভক্ষ চাঁদী সোনার বর্ক ঔষধ, বা এমন কোন জিনিস যা জীব হত্যা করে, চামড়ার ব্যবহার, রেশমের শাড়ী যা ৫০০০ জীবন্ত রেশম কীট মেরে তৈরী হয়, গর্ভপাত এসমস্ত জিনিস থেকে বাঁচো কারন এগুলো পাপ।

৫. রাত্রে আহার করবে না, জল ছেঁকে পান করবে, দেবদর্শন অবশ্যই করবে।

৬. অহিংসা পরম ধর্ম। যেখানে হিংসা থাকে সেখানে ধর্ম থাকেনা।

৭. জীব যেমন কর্ম করে তেমন ফল পায়।

৮. জীব, পূদগল, ধর্মদ্রব্য, অধর্মদ্রব্য, অকাশ এবং কাল এই ৬টি দ্রব্যের কখনো নাশ হয় না। কেবল রূপ বদলায়।

৯. জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ এরা সাত প্রকারতত্ব। অর্থাৎ পাপ, এবং পূন্য মিলিয়ে নয় প্রকার তত্ব আছে।

১০. সম্যক দর্শন, জ্ঞান, ও চরিত্র এই তিনের একতাই (unity) মোক্ষ (মুক্তি) লাভের পথ।

১১. উত্তম ক্ষমা, মার্দব, আর্জব, সত্য, শৌচ, সংযম, তপ, ত্যাগ, আকিঞ্চন তথা উত্তম ব্রহ্মচর্য্য এরা ধর্মের ১০টি ধাপ। এর দ্বারাই সত্যিকারের সূখ (মোক্ষ) পাওয়া যেতে পারে।

সরাকের সমন্ধে একটু কথা :-

আদি যুগের প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভ দেব (যার জেষ্ঠ পুত্র ভরত চক্রবর্ত্তীর নামে আমাদের দেশের নাম ভারত বর্ষ) থেকে পারশনাথ ভগবান এবং শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী পর্যন্ত অহিংসা ধর্মের পতাকা তুলেছেন। তাদের ধর্মের মূনী দিগম্বর সাক্ষাত পালন করেন। গৃহস্থ ঘরের থেকেও শ্রাবক ধর্ম পালন করেন। শ্রাবকের অপভ্রংশ হচ্ছে সরাক, সরাবক, সরাবগী, যাদের উপজাতী হচ্ছে মাঝি, মন্ডল, চৌধুরী, আচার্য্য, অধিকারি ইত্যাদি। এদের গোত্র ২৪ জৈন তীর্থঙ্করদের নামের সাথেই সমান, যেমন আদিদেব, শান্তিদেব, অনন্তদেব, গৌতমদেব, ধর্মদেব ইত্যাদি। এদের পূর্ব্ব পুরুষের কূলদেবতা পারশনাথ-ই ছিলেন। এরা শুদ্ধ শাকাহারী। পিয়াজ, রসুন পর্যন্ত খায় না, মিথ্যা সাক্ষী দেয় না, কঠোর মনে শব্দের ব্যবহার পর্যন্ত করে না, সম্রাট অশোকের আক্রমনে লক্ষাধিক মারা গেছিল (অস্ত্র ব্যবহার পাপ মনে করত) সেই সময় থেকে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়েছে কিন্তু নিজের ধর্মে অধির ছিলো।

পূজ্য উপাধ্যায় ১০৮ শ্রী জ্ঞান সাগরজী মহারাজ সারক ভাইদের মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাতে অনেক ধর্ম প্রভাবন করেদিলেন। যার জন্যে এদের মধ্যে অনেক জাগৃতী আসে, সরাক ভাই মূল শ্রাবক ধর্মের রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

প্রফেসর ভী. বাল জ্যুলোজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া সন ১৮৬৬তে লিখেদিলেন যে ৫ম এবং ৬ষ্ঠ ঈশা পূর্বে পারশনাথ স্বামী এবং মহাবীর স্বামীর উপদেশে অনেক লোক অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

বাংলা এবং পুরীর ডিস্ট্রিক গেজিটিয়ার সন ১৯১০ এবং ১৯০৮ এ অংরাজ বিদ্যান মিঃ আই. টি. ডেল্টন এবং এইচ. এইচ. রিজলে লিখেছেন যে সরাকগন ঝাড়খন্ড ক্ষেত্রে বসবাসকারী সর্বপ্রথম আর্ক। যারা অহিংসা ধর্মে আস্থা রাখতেন।

Param Pujya, Sarakodharak, Upadhyaya Ratna, 108 Shri Gyan Sagar Ji Muniraj

Parampujya Upadhyaya Shri Gyan Sagar Ji Muniraj is a living example of glorious Indian 'SHRAMAN' tradition. Completely detached from this world and bereft of all possessions, this great saint is always engrossed in pursuit of SAMYAK JNAN (Right Knowledge) and relentlessly worked to spread and promote the culture of vegetarianism. Born an 1st May 1957 to Shri Shanti Lal Ji Jain and Smt. Asharfi Devi, at Morena (MP), the life of Umesh Kumar Jain took a new turn in the year 1976 when he adopted "Kshullak Diksha" from Acharya Sumati Sagar Ji Maharaj and was named as Kshullak GUNA SAGAR. After intensive penance of twelve years, he was initiated to Muni Diksha on 31/3/1988 and named Muni GYAN SAGAR. He has undertaken intensive tours to various places through out the country like Sagar, Meerut, Delhi, Baragaon, Baraut, Ghaziabad, MuzzaffarNagar, Saharanpur and Shahpur in North India. He has also visited interior places in Bihar, Bengal & Orissa with the sole aim of propagating and promoting religious sentiments. He has stayed in places like Ranchi, Peterwar, Purulia, Shri Sammed Shikharji and Sarak area in Tarai Region to bring the SARAK community back to the main stream of Jainism. He has also visited Tijara, Alwar & Bharatpur in Rajsthan, Mathura and various other places in UP and Haryana to promote vegetarianism. We are extremely fortunate to have such a great saint in our time, who has so selflessly devoted his entire life for welfare of all living beings in general and mankind in particular.

SHRUT SAMVARDHAN SANSTHAN

MEERUT